শকুনী, গৃধিণী, কাক, শালিকের দল,
নীরবে বসিয়া স্থির শাখার উপরে ;
দূরে নীলগঙ্গা এবে শান্ত অচঞ্চল ;
একটী হিল্লোল নাহি কাঁপে সরোবরে ;
রণপ্রতীক্ষায় স্থির পলাশিপ্রাঙ্গন,
প্রলয় ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন।

১

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন, উঠিল সে ধ্বনি।

২

নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

৩

নিনাদে সমররঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীমরবে দিগঙ্গনে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।

৪

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল করে,
দ্বিজ কোষাকুষি ধরে,
দাঁড়াইল বজ্রাহত পথিক যেমন।

৫

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি ধরি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী,
নিরখিল যেন এই জন্মের মতন।

৬

ভাগিরথী-উপাসক আর্য্যসুতগণ,
ভক্তিভাবে কিছুক্ষণ,
করি গঙ্গা দরশন,
'গঙ্গামাই' বলে সবে ডাকিল তখন।

৭

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে;
শঙ্গিনে কন্টকাকীর্ণ হলো রণস্থল।

৮

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরবী গর্জ্জনে,
সলিল সঞ্চয় করি,
যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈলপ্রতি তাড়িৎ গমনে।

৯

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম-লতাবন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।

১০

তেমতি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি,
একস্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম!

১১

অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
যেন বিনাশিতে সৃষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হলো তিরোধান!

১২

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয় মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রাখিতে সেনায়।

১৩

সম্মুখে সম্মুখে বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ ধার,
ব্রিটিসের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

১৪

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

১৫

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

১৬

পাখীগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফাল সঘনে।

১৭

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন,
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।

১৮

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন।

১৯

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্জনা।

২০

খেলিছে বিদ্যুৎ একি ধাঁধিয়া নয়ন !
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

২১

ছুটিল একটী গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মির্ মদন পতন !

২২

"হুর্রো, হুর্রো" করি গর্জ্জিল ইংরাজ,
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পালাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।

২৩

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহনলাল "নিকট শমন" !

২৪

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন!"

২৫

"ভারতে পাবিনা স্থান করিতে বিশ্রাম,
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে,
মরিবি মরিবি ওরে যবন-সন্তান!"

২৬

"সেনাপতি! ছিছি একি! হা ধিক্ তোমারে!
কেমনে বলনা হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক-ধারে!"

২৭

"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ,
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?"

২৮

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার,
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর ?"

২৯

"ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়,
রণমত্ত শত্রুগণ,
ফিরে যাবে ত্যজি রণ ;
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয় ?"

৩০

"মূর্খ তুমি !——মাটি কাটি লভি কহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায় !
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর ?"

৩১

"কিম্বা যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দুজাতি,
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্ত কাল বুঝি এই উপস্থিত।"

৩২

"সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয়,
দেখিবে তাদের হায়,
রাজা, রাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়"।

৩৩

"নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল ভার,
ঘুচিবেনা জন্মে আর,
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়।"

৩৪

"যেই হিন্দু জাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।"

৩৫

"অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক্ হইবে অঙ্গার।"

৩৬

"সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত,
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইবে তাহে, তবু হা ঈশ্বর"!

৩৭

"একদিন—একদিন—জন্ম জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন;
যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহি যেন নর গৃধিনীর করে!"

৩৮

"হারাস্ নে, হারাস্ নে, রে মূর্খ যবন!
হারাস্ নে এ রতন,
এই অপার্থিব ধন,
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন।"

৩৯

"বীরপ্রসবিনী যত মোগোলরমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে,
প্রসবিল কুলাঙ্গারে,
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি।"

৪০

"প্রণয়-কুসম-হার রে ভীরু দুর্ব্বল!
পরাইলি যে গলায়,
বলনা রে কি লজ্জায়
পরাইবে সে গলায় দাসীত্বশৃঙ্খল?"

৪১

"চিরউপার্জ্জিত যেই কুলের গৌরব,
কেমনে সে পূর্ণশশী,
কলঙ্ক করিলি মসি,
ততোধিক যবনের কি আছে বিভব?"

৪২

ভূবনবিখ্যাত সেই যশের কারণ,
বণিতা দুহিতা তরে,
লও অসি লও করে,
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ।"

৪৩

"কোথায় ক্ষত্রিয় গণ সমরে শমন,
ছিছি ছিছি একি কায,
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ,
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠ করালি দর্শন?"

৪৪

"বীরের সন্তান তোরা বীর অবতার ;
স্বকুলে দিলিরে ঢালি,
এমন কলঙ্ককালি,
শৃগালের কায, হয়ে সিংহেরকুমার !"

৪৫

"কেমনে যাবিরে ফিরে ক্ষত্রিয়সমাজে,
কেমনে দেখাবি মুখ,
জীবনে কি আছে সুখ,
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে।"

৪৬

'ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায়,
সে বীরত্ব প্রভাকরে,
অর্পি ভীরু ! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবে ঘরে কি ছার আশায়"?

৪৭

"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান ;
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যান !"

৪৮

"চল তবে ভ্রাতাগণ চল পুনর্ব্বার,
দেখিব ইংরাজ দল,
শ্বেতঅঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার?'

৪৯

"বীর-প্রসূতীর পুত্র আমরা সকল,
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেতঅঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল।"

৫০

"দেখাব ভারতবীর্য্য দেখাব কেমন,
বলে যদি হীমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটী চরণ।"

৫১

" যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে,
ডুবায় সিন্ধুর জলে,
তথাপি ক্ষত্রিয় দলে,
টলাইতে না পারিবে বলে কি কৌশলে।"

৫২

"সহে না বিলম্ব আর চল ভ্রাতাগণ,
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে,
ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পণ ?

৫৩

ছুটিল ক্ষত্রিয় দল, ফিরিল যবন,
যেমতি জলধি জলে,
প্রকাণ্ড তরঙ্গ দলে,
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন!

৫৪

বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদগীরণ
জলধরমধ্যে যেন অশনিসম্পাত।

৫৫

নাচিছে অদৃষ্ট দেবী, নির্দ্দয় হৃদয়,
এই ব্রিটিসের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে,
এইবার ইংরাজের হলো পরাজয়।

৫৬

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ,
কর অস্ত্র সম্বরণ,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

৫৭

উত্থিত কৃপাণকর হইল অচল,
সম্মুখ চরণদ্বয়,
পবনে উত্থিত হয়
দাঁড়াল নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল।

৫৮

যেমতি শিখরত্যাগি পার্ব্বতীয় নদী,
করি তরু উন্মূলন,
ছিঁড়ি গুল্ম লতাবন,
অবরুদ্ধ হয় শৈলে অর্দ্ধ পথে যদি,

৫৯

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ,
যদি কোনমতে তারে,
বারেক টলাতে পারে,
উড়াইয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

৬০

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ শঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত সমন।

৬১

কারো, বুকে কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়
লাগিল ; শঙ্গিন যায়,
বরিষার ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

৬২

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিসবাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা।

৬৩

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্তকায়,
অস্ত গেলা রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর।

১

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী !
অধীনতা-অন্ধকারে চিরদিন তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেওনা তপন ;
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ করে,
কি দশা দেখিয়া, আহা, ডুবিছ এখন ?
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন !

২

অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি,
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন ;
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে আহা বলে কোন জন ?
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন ;
ভীষণ সময়স্রোত, হায়, অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানি, করে নিমগন ;

সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারাল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য, সিংহাসন।

৩

কোথায় ভারতবর্ষ,—কোথায় ব্রিটন,
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপি কলেবর;
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত;
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ব্রিটন;
পবনের গতি কিম্বা, কল্পনার রথ
কোনকালে এত দূর করেনি গমন;
আকাশকুসুম কিম্বা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন।

৪

সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত;
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়,
কখনো হইবে কি না জানে ভবিষ্যত;
এক দিন,—দুই দিন,—বহুদিন আর,
কাষ্ঠপুতুলের মত অভাগা যবন,

বঙ্গ-রঙ্গভূমে নাহি করিবে বিহার ;
কলঙ্কিত করিবে না বঙ্গসিংহাসন ;
আজি, নহে কালি, কিম্বা দুই দিন পরে,
অবশ্য যাইবে বঙ্গ ইংলণ্ডের করে।

৫

কুক্ষণে উদয় আজি হইল তপন !
কুক্ষণে প্রভাত হলো বিগত সর্ব্বরী ;
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়আসন ;
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি ;
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরববর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দুচিত্ত নাহি,—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা-আশায় পূরিত ?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর,
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার।

৬

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোকসিন্ধুজলে ?
যাও তবে, যাও দেব, কি বলিব আর ?
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গউদয়-অচলে ;

কি জন্যে বল না আহা ফিরিবা আবার ?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন ;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ ;
যদবধি হইবে না দাসত্বমোচন,
এস না ভারতে পুনঃ এস না তপন।

৭

আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার ;
ভারত-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর ;
ফিরিবে না মৃতদেহে বিগত জীবন,
বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল ;
মৃতদেহে নিপীড়িত শুষ্ক তৃণগণ,
কিছুদিন পরে পুনঃ পাবে নব বল ;
এবে মৃতদেহতলে, বৎসর অন্তরে
জনমিবে পুনর্ব্বার তাদের উপরে।

৮

এস সন্ধ্যে ! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন রাজি করে ঝলমল ?

কিম্বা শুনে ভারতের দুঃখসমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত ?
এস শীঘ্র, প্রশারিয়া ধূষর অঞ্চল,
লুকাও ভারতমুখ দুঃখে অবনত ;
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল ;
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন।

৯

কালি সন্ধ্যাকালে, এই হতভাগাগণ,
অহঙ্কারে স্ফীতবুক রমণীমণ্ডলে,
কালি নিশিযোগে লয়ে রমণীরতন,
আমোদে ভাসিতেছিল মন কুতূহলে ;
প্রভাতে সমরসাজে সাজিল সকল,
মধ্যাহ্নে মাতিল দর্পে কালান্তক রণে ;
না ছুঁইতে প্রভাকর ভূধরকুন্তল,
সায়াহ্নে শায়িত হলো অনন্ত শয়নে ;
বিপক্ষ, বান্ধব, অশ্ব, অশ্বারোহিগণ,
একই শয্যায় শুয়ে ক্ষত্রিয় যবন !

১০

আসিলে যামিনী দেবী যে বঙ্গ-ভবন,
আমোদে পূর্ণিত হতো ; সঙ্গীত হিল্লোল
উথলিত ব্যাপি ওই সুনীল গগন ;
আজি সে বঙ্গেতে সুধু রোদনের রোল ;
পতিহীনা, পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা নারী,
ভ্রাতার বিয়োগে ভ্রাতা, করে হাহাকার ;
বজ্রসম পুত্রশোক, সহিতে নাপারি,
কাঁদে কত পিতা ভুমে হয়ে দীর্ঘাকার ,
আজি অন্ধকার-পূর্ণ বঙ্গের সংসার,
কোন ঘরে নাই ক্ষীণ আলোকসঞ্চার !

১১

এই নহে ভারতের রোদনের শেষ ;
পলাশিযুদ্ধের নহে এই পরিণাম ;
যেই অশ্রু-স্রোতস্বতী ভেদি বঙ্গদেশ,
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রমে
হীমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে ; লঙ্কাদ্বীপে লঙ্ঘি পারাবার ;
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
ভারতবাসীর অশ্রু ঝরি অনিবার ,

স্বাধীনতা-শৈলে তার না রোধিলে গতি,
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী ?

১২

পলাশিতে আজি যেই ধবল জলদ,
ভারত অদৃষ্টাকাশে হইল সঞ্চার ;
তিল তিল বৃদ্ধি হয়ে এ শ্বেত নীরদ,
ধরিবে ভীষণ কাল মেঘের আকার ;
জুড়িয়া ভারত-ভূমি হবে অন্ধকার,
বহিবে প্রলয়-ঝড়, ভীম প্রভঞ্জন ;
যত পুরাতন রাজ্য হবে ছার খার ;
উড়িয়া যাইবে রাজা, রাজ্য, সিংহাসন ;
কত শত রাজধানী হবে ধরাশায়ী ;
কত শত রাজা হবে ভিক্ষা-ব্যবসায়ী।

১৩

শ্বেত দ্বীপ, আজি তব কি সুখের দিন !
যে রত্ন হইল তব মুকুট-ভূষণ ;
একেবারে হয়ে হিংসা আশার অধীন,
সমুদয় ইউরোপ করিবে দর্শন ;
যাও তবে সমীরণ, ঝড়বেগ ধরি,
বহ এই শুভবার্ত্তা ইংলণ্ড-ঈশ্বরে ;

শুনিয়া সাগর-মধ্যে শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী,
নাচিবে, মরাল যেন নীল সরোবরে ;
হইবে সমস্ত দ্বীপ প্রতিধ্বনিময়,
গম্ভীরে সাগরে গাবে ইংলণ্ডের জয়।

১৪

আর ভারতের ?—সেই চির-অধীনীর ?
ভারতেরো নয় আজি অসুখের দিন ,
পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর,
কিবা সুখ, কি অসুখ ? সমান অধীন !
পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী,
স্বাধীন নরক বাস ; অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক ,
চাহিনা স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।

১৫

ভারতের নয় আজি অসুখের দিন,
আজি হতে যবনেরা হলো হতবল,
কিবা ধনী মধ্যবিত কিবা দীনহীন,
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।

ফুরাইল যবনের রাজ্য-অভিনয়,
এতদিন যবনিকা হইল পতন ;
করাল কালের গর্ভে, বিস্মৃতি-আলয়ে,
অচিরে যবনরাজ্য হইবে স্বপন ;
পুনর্ব্বার যবনিকা উঠিবে যখন,
প্রবেশিবে অভিনব অভিনেতৃগণ।

১৬

আজি উচ্ছসিত মনে হতেছে স্মরণ,—
অঙ্কে অঙ্কে এই দীর্ঘ অভিনয় কালে,
কত সুখ, কত দুঃখ, কত উৎপীড়ন,
লিখিয়াছিলেন বিধি ভারত-কপালে ;
দুঃখিনীর কত অশ্রু হায় ! অনিবার,
ঝরিয়াছে প্রিয়তম তনয়ের তরে ;
কত অত্যাচার হায় ! কত অবিচার,
সহিয়াছে অভাগিনী পাষাণ অন্তরে ;
এখনো শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার,
করাল-কৃপাণ-মুখে ধর্ম্মের বিস্তার।

১৭

কিন্তু বৃথা,—নাহি কায সুদীর্ঘ কথায় ;
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত ;

জানি আমি ভয়ানক অত্যাচারে হায়!
ইতিবৃত্ত প্রতি পৃষ্ঠা আছে কলুষিত;
আছে,—কিন্তু হায়! এই কলঙ্কসাগরে,
ছিল না কি স্থানে স্থানে রতননিচয়,—
চিরোজ্জ্বল! ইতিহাসে রক্ষিত আদরে?
ছিল কি সম্রাট্ মাত্র সম নৃশংশয়?
পাপী আরঙ্গজীব, আল্লাউদ্দিন পামর
ছিল যদি, ছিল নাকি বাবর আকবর?

১৮

ঝোলে বলে দিবসের অঞ্চলে গোধূলি,
যতই তমসা বলে বোধ হয় মনে,
না থাকিলে রবি—বিশ্ব-নয়নপুতলী,—
দিবা বলে বোধ হতো নিশার তুলনে,
স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমতি যবনরাজ্য,—স্বজাতিপ্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিছু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হতো না কখন;
সন্দেহ, হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়াতে যদি না হতো চিত্রিত।

১৯

কি কায সে সুখ দুঃখ করিয়া স্মরণ,
ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা জাগায়ে আবার ?
ক্রমে ওই নিশিথিনী-ছায়ার মতন,
যবনের হতভাগ্য হতেছে সঞ্চার ;
আরঙ্গজীব অস্তসনে, অলক্ষিতে হায় !
প্রবেশিল যে গোধূলি মোগল-সংসারে,
উত্তরিল নিশা আজি ; ঢাকিবে ত্বরায়—
প্রকাণ্ড যবনরাজ্য নিবিড়-আঁধারে ;
দিল্লি মুরসিদাবাদ হইবে এখন,
যবনের গৌরবের সমাধিভবন্।

২০

ছিল না ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের,—বীর পরাক্রম
অস্তাচল হৈতে খ্যাত উদয় অচলে,
সে বীরজাতির এই দৃঢ় সিংহাসন ;
ছিল পঞ্চশত বর্ষ হীমাদ্রি মতন
অচল অটল রাজনৈতিক সাগরে ;
কে জানিত আজি তাহা হইবে পতন
বাঙালীর মন্ত্রণায়, বণিকের করে ?

কিম্বা ভাগ্যদোষে যদি বিধি হয় বাম,
শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান।

২১

পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি দুর্ব্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন ;
তাহাদের সন্তান কি যত কুলাঙ্গার
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন ?
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ শৌর্য্য বীর্য্যে রত,
সদা তরবারি করে, সদা রণস্থলে ;
সেই জাতি এবে মগ্ন বিলাসে সতত ;
ঝুলিতেছে দিবা নিশি রমণী-অঞ্চলে ;
কিছুদিন পরে আর,—বিধির বিধান,—
ক্রীড়াপটে বিরাজিবে মোগল পাঠান।

২২

অথবা অভাগাদেরে দোষি অকারণ,
দোষী বিধি, দোষী মন্দভাগিনী ভারত,
চিরস্থায়ী কোন রাজ্যে ভারতে কখন
হইবে না চিরস্থির নক্ষত্র যেমত ;
না জানি কি গুপ্ত বিষ ভারত-সলিলে
ভাসে সদা, বহে স্নিগ্ধ মলয় পবনে,

তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পশিলে,
কামিনী-কোমল হয় তার পরশনে;
ইন্দ্রিয়লালসা বহে সবেগে ধমনী,
বীর্য্য হয় ভোগলিপ্‌সা, পুরুষ রমণী।

২৩

প্রবেশিল যে বীরত্ব স্রোত দুর্নিবার,
আর্য্য জাতি সনে এই ভারত ভিতরে,
কি রত্ন না ফলিয়াছে গর্ভেতে তাহার?
তুচ্ছ এক কহিনুর, মুকুটে আদরে
পরেন ইংলণ্ডেশ্বরী;—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন; ভারত তোমার
(কতশত কহিনুরে) পূজেছে চরণ
আর্য্য-মন-রত্নাকর দিয়ে উপহার;
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
ভাঙ্গে নাই রোমানের গর্ভস্থ স্বপন।

২৪

যেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর,
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর,
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধাবাহন;

যাহাদের তীক্ষ্ণ শরে গগণ ভেদিয়া,
কনকচম্পকরাশি করিল হরণ ;
যাহাদের গদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ পথে সহস্র বারণ ;
যাহাদের কীর্ত্তিকথা অমৃতসমান,
এখনো মানবজাতি সুখে করে পান।

২৫

হে বিধাতঃ কোন্ পাপ করিল সে জাতি ?
কেন তাহাদের হলো এত অবনতি ?
যেই সিংহাসনে বীর রাবণ-অরাতি,
বিরাজিত, বিরাজিত কুরুকুলপতি,
—সঙ্খ্যাতীত নরপতি-প্রণামে যাহার
চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত;—
কুরুক্ষেত্রজয়ী বীর দয়ার আধার,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল বিরাজিত ;
বসিল—লজ্জার কথা বলিব কেমনে !—
যবনের ক্রীত দাস সেই সিংহাসনে !

২৬

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যাগ্র মেদিনী"
এই মহাবাক্য যার ইতিহাস গত ;

সেই জাতি, করি বঙ্গ চিরপরাধিনী—
কি বলিব বোধ হয় স্বপনের মত—
সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে
সোণার বাঙ্গালারাজ্য দিল বিসর্জ্জন!
সূচ্যাগ্র-মেদিনী-স্থলে, অম্লান অন্তরে
সমগ্র ভারত আহা! করি সমর্পণ
বিদেশিকে, আছি সুখে; জানে ভবিষ্যত
এই অবনতি কোথা হবে পরিণত।

২৭

সেই দিন যেই রবি গেলা অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার;
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতে ছিল কটাক্ষ তাহার;
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ,
করিল তিমিরাবৃত ভারতগগণ,
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি নিয়ম;
কিম্বা জলধরচ্ছায়া থাকে কতক্ষণ

২৮

যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে,
পলাশির রণরক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
বলে না, স্মরে না, ভেবে ভাবে না অন্তরে ;
কল্পনে, সে কথা মিছে কহ কি কারণ ?
থাকুক্ পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন ;
থাকুক্ শোণিতে সিক্ত হত যোদ্ধৃবল ;
প্রত্যহ ভারত অশ্রু হইয়া পতন,
অপনীত হবে এই কলঙ্ক সকল ;
চল যাই মুহূর্ত্তেকে করিগে দর্শন,
কোথায় সিরাজদ্দৌলা, কি ভাবে এখন।

—০—

পঞ্চম সর্গ।

শেষ আশা।

১

মুরশিদাবাদে আজি আমোদমোহিনী,
নাচিয়া বেড়ায় সুখে প্রতি ঘরে ঘরে,
পরিয়াছে দীপমালা যামিনী কামিনী,
ভাসিতেছে রাজধানী সঙ্গীতসাগরে ;
অহিফেণ টেনে মিরজাফর পামর,
ঢুলু ঢুলু করিতেছে আরক্ত লোচন,
"উড়িষ্যা বেহার বঙ্গ,—ত্রিদেশ-ঈশ্বর"
বলিয়া পলাশিজেতা করিছে বরণ ;
লভেছে পাতিয়া, সেই উর্ণনাভ ফাঁদ,
তীর্থযাত্রা উপদেশ ধূর্ত্ত উমিচাঁদ।

২

নিমীলিত নেত্রদ্বয় ; মুখশ্রী গম্ভীর ;
পড়েছে জলদচ্ছায়া চোষট্টি কলায় ;
নিরখিতে যেই চন্দ্র নেত্রপদ্মিনীর,
উন্মীলিত হতো, আজি রাহুগ্রস্থ হায় !

পরিধান পট্টবস্ত্র ; উত্তরীয় গলে ;
অশিবব্যঞ্জক শ্মশ্রু—আবৃত বদন ;
(দীর্ঘ কারাবাস হেতু) তপস্যার ছলে
জানূপরি কর, করে অঙ্গুলি সংযম।
এরূপে মঙ্গির দুর্গে বসিয়া পূজায়,
কৃষ্ণনগরের পতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

৩

এ নহে সামান্য পূজা , প্রাণদণ্ড তরে
প্রেরিয়াছে রাজ আজ্ঞা সিরাজদ্দৌলায়,
হতভাগ্য নরপতি পূজা শেষ করে,
সহিবেক রাজদণ্ড যমদণ্ডপ্রায় ;
যতক্ষণ পূজা হায়? ততক্ষণ প্রাণ ;
সেই হেতু নরপতি পূজায় মগন,
সেই ধ্যানে রাজর্ষির নাহি বাহ্য জ্ঞান ;
ক্ষণে ক্ষণে স্থধু দীর্ঘ নিশ্বাস পতন!
পবন স্বননে ত্রস্তে মিলিছে নয়ন
মনে ভাবি ক্লাইবের সৈন্য আগমন!

৪

কল্পনে, মুর্ সিদাবাদে আইস ফিরিয়া,
হেন উৎসবের দিনে ছাড়িয়া নগর,

কে যায় কোথায় ? মঞ্জু নিকুঞ্জ ছাড়িয়া
কে প্রবেশে অন্ধকার কানন ভিতর ?
উঠিছে আকাশপথে, নগর হইতে
যেই আলোকের জ্যোতিঃ তিমির উজলি,
বোধহয় দিগ্‌দাহ, অথবা নিশীথে
জ্বলিতেছে দাবানলে দূরবনস্থলী।
উৎসবের কোলাহলে দূরে হয় জ্ঞান,
আমোদকাননে যেন ছুটেছে তুফান।

৫

"পলাশির যুদ্ধ" আজি সহস্র জিহ্বায়
ঘোষিতেছে জলধর প্রভঞ্জন গতি ;
"পলাশির যুদ্ধ" আজি মর্ম্মরে পাতায়,
স্বনিতেছে সমীরণে, গায় ভাগিরথী ;
"পলাশির যুদ্ধ" শত সহস্র নয়ন
চিত্রিতেছে অশ্রুজলে সহস্রধারায় ;
"পলাশির যুদ্ধ" কত প্রফুল্ল বদন
হাসিতেছে মনসুখে ; লিখিছে ধাতায়
"পলাশির যুদ্ধ" ওই বসিয়া অম্বরে
ভারতঅদৃষ্টগ্রন্থে অমরঅক্ষরে !

৬

স্থানে স্থানে সমবেত নাগরিকগণ,
করিতেছে পলাশির যুদ্ধ আলোচনা ;
তাহাদের মধ্যে সত্যপ্রিয় কত জন,
প্রশংসিছে ক্লাইবের বীর্য্য বীরপনা ;
যাহাদের সমধিক কল্পনা প্রবল,
তাহাদের মতে কোন মহামন্ত্র বলে
ক্লাইব বঙ্গীয় সেনা রণে হতবল
করিয়াছে, যত উপদেবতার বল ;
মূর্খের কল্পনাস্রোত হলে উচ্ছ্বসিত,
যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাবিত।

৭

শুষ্ক উপনদীতে ও বরিষার কালে,
প্রভুত সলিল যথা হয় প্রবাহিত,
তেমতি উৎসবে এই পুরী অন্তরালে,
বীথিতেও জলস্রোত আজি সঞ্চারিত ;
অভিষেক উপলক্ষে মিরজাফরের,
সুসজ্জিত রাজহর্ম্ম্য, অবারিত দ্বার।
রাজপ্রাসাদের সজ্জা, নব নবাবের
নুতন সভার শোভা,—আমোদভাণ্ডার !—

দেখিতে শুনিতে ওই দর্শক অশেষ
দীর্ঘস্রোতে রাজদ্বারে করিছে প্রবেশ।

৮

সম্মুখে বিচিত্র সভা, আলোকে খচিত,
অমরাবতীর শোভা সৌরভে পূরিত ;
বিগত বিপ্লবে হায়! করেনি কিঞ্চিত্
রূপান্তর,—সেইরূপ আছে সুসজ্জিত ;
সেই রঙ্গভূমি, সেই আলোকের হার,
সেই সজ্জা, সেই শোভা, সেই সভাজন ;
সেই বিলাসিনীবৃন্দ করিছে বিহার ;
সেই রাজচ্ছত্রদণ্ড, সেই সিংহাসন,
সেই নৃত্য, সেই গীত, রয়েছে সকল,
হায়! সে সিরাজদ্দৌলা নাহিক কেবল!

৯

মিরজাফরের আজি সার্থক জীবন,
ভূতলে যুনানী স্বর্গ আজি অনুভব ;
যেই সিংহাসনচ্ছায়া আঁধারে তখন
ছিল লুকাইয়া, আজি—হায় অসম্ভব—
সেই মিরজাফরের, সেই সিংহাসন।
স্তাবকে বেষ্টিত হয়ে বসে সভাতলে,

অহিফেণে শঙ্কুচিত যুগলনয়ন ;
হৃদয় করিছে স্ফীত চাটুকার দলে ;
প্রাচীন বয়সে শ্লথশ্রবণ বিবরে,
ঢালিছে কোকিলকণ্ঠা কামিনী কুহরে

১০

বিমল সঙ্গীত সুধা ; নাচিছে আবার
সঙ্গীতের তালে তালে ওই বিনোদিনী ;
নাচে যথা শুনি প্রাতে কোকিলঝঙ্কার,
কাননে গোলাপ, কিম্বা সলিলে নলিনী।
তাম্বুলে রঞ্জিত রক্ত অধরযুগলে
ভাসিছে মোহিনী হাসি, এই হাসি, হায় !
(রে মিরজাফর, মত্ত কামিনীকৌশলে !)
তুষিয়াছে রাজ্যচ্যুত সিরাজদ্দৌলায় ,
তুমি রাজ্যভ্রষ্ট পুনঃ হইবে যখন,
তবশত্রু অভিষেকে হাসিবে তেমন।

১১

সেই নৃত্যগীতে মিরজাফরের মন
নহে মুগ্ধ ; নহে মুগ্ধ হাসিতে বামার ;
স্তাবকের স্তুতিবাদে হইয়া মগন,
তোষামোদপারাবারে দিতেছে সাঁতার ;

কথা পলাশির যুদ্ধ—স্তাবক সকলে
বর্ণিছে কেমনে রণে নব বঙ্গেশ্বর
লভিয়াছে সিংহাসন বলে ও কৌশলে।
ইহাদের স্তুতি হলে সত্যেরআকর,
ইতিহাসে ক্লাইবের হইত নিশ্চয়,
মিরজাফরের সনে স্থানবিনিময়।

১২

স্তাবকের স্তুতিবাদে, বিমূর্খ যবন!
যতইচ্ছা স্ফীত কেন করনা হৃদয়,
সঙ্গীতের তালে ওই নৃত্যকী যেমন
নাচিছে, সেইরূপ তুমি ও নিশ্চয়
নাচিবে তুদিন পরে ইংরাজ ঈঙ্গিতে
ভবিষ্যৎ অন্ধমূর্খ! জান নাই আর,
সমুদ্রে ঝটিকাগ্রস্ত তরণী হইতে
অনিশ্চিত সর্ব্বাধিক—অদৃষ্ট তোমার;
ইংরাজবণিক্ করে জাননি কখন,
পণ্যদ্রব্য হবে এই বঙ্গ সিংহাসন।

১৩

সুসজ্জিত সুবাসিত, রম্য হর্ম্ম্যান্তরে,
বিরাজিছে মনসুখে কুমার মিরণ;

একে সুরা, তাহে সুধা রমণী অধরে,
অনল সহায় যেন প্রবল পবন।
নিকটে বসিয়া নীচ উপাসক যত,
বর্ণিছে সুবর্ণ রঙ্গে, মিরণ নয়নে
নন্দনকানন-শোভা পূর্ণ-ভবিষ্যত,
মিরণ বসিবে যবে বঙ্গসিংহাসনে,
পাপিষ্ঠ ভাবিতেছিল সহস্তে তখন
কত শত মানবের বধিবে জীবন।

১৪

এমন সময়ে এক পাপ অনুচর,
—লেখা যেন 'নরহন্তা' কপালে তাহার;
পাপে লৌহ-বর্ম্মাবৃত পাষাণ-অন্তর,
দুষ্প্রবৃত্তি নিবন্ধন বিকৃত আকার,—
নিবেদিল আভূতল নত করি শির,
যোড় করে—"যুবরাজ! এই অনুচর
ভূতপূর্ব্ব নবাবের যত মহিষীর
শুনেছে রোদন ধ্বনি,—চিত্তদ্রবকর,
জাহ্নবী তিমির গর্ভ খনির ভিতরে
রমণীরতনরাশি"—বাক্য নাহি সরে।

১৫

দাঁড়াইল অনুচর স্তম্ভিত অন্তরে,
যেন কেহ অকস্মাৎ গ্রীবা নিষ্পীড়নে
করিয়াছে কণ্ঠরোধ ; মুহূর্ত্তেক পরে,—
“যুবরাজ হায় ! এই উদর কারণে
কত হত্যা কত পাপ করিছি সাধন,—
কিন্তু এই শেষ”—চর নীরব আবার—
অন্ধকারে বিদারিয়া জাহ্নবী জীবন
মুমূর্ষু ব্যঞ্জক যেই নারী হাহাকার
উঠিল আকাশ পথে,—জীবনে, মরণে,
নিরন্তর সেই ধ্বনি বাজিবে শ্রবণে।”

১৬

“বলিল সে ধ্বনি যেন নিয়তিবচন
‘বিনা দোষে ডুবাইল যত অবলারে,
বিনামেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মিরণ’”
নারীহন্তা পাপিষ্ঠের এই সমাচারে,
একটী বিদ্যুতজ্যোতিঃ মিরণশরীরে
আপাদ মস্তক যেন হলো সঞ্চালিত ;
স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ—চাহিয়া প্রাচিরে ;
মাদকে অবশ দেহ হইল কম্পিত ;

ইংরাজের বীরকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া,
হেন কালে "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রো" বলিয়া!

১৭

ইংরাজ-শিবির-শ্রেণী অদূর উদ্যানে,
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে নৈশ অন্ধকারে;
শোভিছে নক্ষত্র যথা নিদাঘ-বিমানে,
শোভিছে আলোকরাশি উদ্যান-আঁধারে;
শূন্য করি বাঙ্গালার রাজ্যের ভাণ্ডার,
বহুমূল্য রাশীকৃত সঞ্চিত রতন,
খুলিয়াছে ইংরাজের আমোদ-বাজার,
সুখের সাগরে চিত্ত হয়েছে মগন;
বাঙ্গালার রাজকোষ,—মণিপূর্ণ খনি—
নিবিড় তমসে মাত্র পূর্ণিত এখনি।

১৮

হায়! মাতঃ বঙ্গভূমি! বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়,
পরাণে বধিতে হায়! মধুমক্ষিকারে?
পাইতনা অনাহার-ক্লেশ মক্ষিকায়,
যদি মকরন্দ নাহি হতো সুধাসার;

স্বর্ণপ্রসবিনী যদি নাহইতে হায়,
উঠিতনা বঙ্গে আজি এই হাহাকার!
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ,
হতে যদি, তবে মাতঃ! তোমার সন্তান

১৯

হইত না এইরূপে ক্ষীণকলেবর;
হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার;
ধমনীতে প্রবাহিত হতো উগ্রতর
রক্তস্রোত; হতো বক্ষঃ বীর্য্যের আধার;
আজি এই বঙ্গভূমি হইত পূরিত
সজীব পুরুষরত্নে; দিগ দিগন্তর
বঙ্গের গৌরবসূর্য্য হতো বিভাসিত;
বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হতো অন্যতর;—
কল্পনে! সে দূরাশায় কায নাই আর,
ব্রিটিস শিবির ওই সম্মুখে তোমার!

২০

একটী শিবিরমধ্যে টেবিল্ বেষ্টিয়া
বিরাজিছে কাষ্ঠাসনে যুবা কত জন,

যেই বীর্য্য আসিয়াছে পলাশি জিনিয়া,
সুরাহস্তে পরাজিত হয়েছে এখন ;
ভগ্ন কাঁচপাত্র, শূন্য সুরার বোতল,
যায় গড়াগড়ি পাশে ; তা সবার সনে
কত বীরবর হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
বিস্মৃতির ক্রোড়ে ন্যস্ত ভূতল-শয়নে ;
ত্রিভঙ্গ করিয়া অঙ্গ কেহবা উঠিতে,
সুরার লহরী পুনঃ ফেলিছে ভূমিতে।

২১

শ্রেণীবদ্ধ কাঁচপাত্র টেবিল উপরে
বিরাজিছে—শূন্য কিম্বা অর্দ্ধশূন্য সব ;
এই পূর্ণ করিতেছে বোতল-নির্ঝরে ;
মধুর নিক্কণে এই—সুমধুর রব !—
প্রণয়মিলনে সবে চুম্বি পরস্পরে
উঠিল—হইয়া শূন্য যেন ইন্দ্রজালে—
উত্তরিল বজ্রনাদে টেবিল উপরে ;
সুরাসঙ্কোচিত রক্ত নেত্রে হেন কালে,
মদিরামর্জ্জিত কণ্ঠে যুবকসকল,
আরম্ভিল উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত গরল।

২২

গীত।

এ সুখের দিনে প্রফুল্ল অন্তরে,
গাও মিলি সবে ব্রিটনের জয়;
বীরপ্রসবিনী পৃথিবী ভিতরে,
ভূতলে অজেয় ব্রিটনতনয়;
ব্রিটনের কীর্ত্তি করিতে প্রচার,
পিয়ে এই গ্লাস অমৃত-আসার,
গাও সবে মিলি গাও তিনবার—
হিপ্—হিপ্—হুররো
হিপ্—হিপ্—হুররো
হিপ্—হিপ্—হুররো।
ভূপতির শ্রেষ্ঠ ব্রিটনঈশ্বর,
সমুদ্র—রাজ্যের পরিখা যাঁহার;
জিনিয়া অনন্ত অসীম সাগর,
দ্বিতীয় জর্জের মহিমা অপার;
দীর্ঘজীবী তাঁরে করুন ঈশ্বরে,
পান কর সবে একমনা করে,
গাও তিনবার প্রফুল্ল অন্তরে,—

হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রো
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রো
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রো।
জিনিয়াছি সবে যেই সিংহবলে,
পলাশির রণ হাসিতে হাসিতে ;
গাও জয় তাঁর, ধ্বনি কুতূহলে
উঠুক আকাশে ভূতল হইতে ;
ঢাল সুরা ঢাল আর একবার,
সুদীর্ঘ জীবন হউক তাঁহার,
পান কর সুখে গাও তিনবার,——
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রো
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রো
হিপ্‌—হিপ্‌—হুর রো।
ডুব ডুব করি ঢাল এইবার,
এবার অনূঢ়া ব্রিটিসললনা ;
স্মরি শ্বেতবক্ষ: হিমানী-আকার,
রক্তওষ্ঠাধরা, শ্বেতবরাননা,
স্মরিয়া নয়ন বিলাস-আধার,
শূন্য কর সবে গ্লাস এইবার
গাও উচ্চৈঃস্বরে গাও তিনবার,—

হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো
হিপ্—হিপ্—হুর রো

———

২৩

নীরব নিশীথে এই আনন্দের ধ্বনি
উঠিল গগনপথে ; নৈশ সমীরণে
ভাসিল সে ধ্বনি ; ক্রমে হলো প্রতিধ্বনি
উদ্যান-অদূরস্থিত ইষ্টকভবনে ;
সমীপ পাদপে সুপ্ত বিহঙ্গনিচয়,
জাগিল সে ভীমনাদে কলরব করি ;
জাগিল গৃহস্থগণ হইয়া সভয়,
তস্করের সিংহনাদ মনে স্থির করি ;
প্রবেশিল এই ধ্বনি মিরণ-শ্রবণে
সভাতলে ; কারাগারে একটী রমণী

২৪

চিন্তা-অভিভূত তন্দ্রা ভাঙিলে, অমনি
জাগিল সত্রাসে বামা ; সিরাজদ্দৌলার
শিবির-সঙ্গিনী হায়, সেই বিষাদিনী !
বিষাদজলদে আরও গাঢ়তা সঞ্চার

হইয়াছে রমণীর ; অশ্রু বরিষণে
লিখেছে যুগলরেখা কপোলকমলে ;
নাহি সে বিলাসজ্যোতি যুগল নয়নে ;
পশিয়াছে কীট ওষ্ঠ বাঁধুলীর দলে ;
সে নয়ন সে বরণ অতুল বদন,
ছায়ামাত্রে পরিণত হয়েছে এখন !

২৫

সুকুমার দেহলতা কোমলতাময়,
চিন্তার তরঙ্গোপরি ভাসি বহুক্ষণ,
না নিদ্রিত, না জাগ্রত, অবশ হৃদয়,
পড়েছিল ধরাতলে অবসন্ন মন ;
বিজাতীয় গীতধ্বনি করিয়া শ্রবণ
দাঁড়াইয়া তীরবৎ কাঁপিতে লাগিল ;
আপন সর্ব্বস্ব ধন করিতে হরণ,
আসিতেছে দস্যুবৃন্দ মনেতে ভাবিল ;
সঙ্গীতের ধ্বনি মনে সিংহনাদ গণি,
ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল রমণী !

২৬

কিছুক্ষণ পরে বামা হয়ে সচেতন,
ভাবিতে লাগিল,—“ আহা ! প্রাণেশে আমার

নিশ্চয় এসেছে দস্যু করিতে নিধন ;
জন্মের মতন নাথে দেখি একবার”—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে উন্মাদিনী প্রায়,
অবরুদ্ধ কক্ষ হতে হইতে নির্গত,
অমনি কপালে দৃঢ় কপাটের ঘায়,
পড়িল ভূতলে ছিন্ন কদলীর মত ;
ছুটিল শোণিতস্রোত তিতিয়া কপাল,
ভাসিল লোহিত জলে সোণার মৃণাল।

২৭

হায় রে অদৃষ্ট! যেই রমণীশরীর
সুকুমার-শয্যোপরে হইয়া শায়িত
হইত ব্যথিত, একি নির্ব্বন্ধ বিধির!
ইষ্টক-উপরে ওই আছে নিপতিত ;
পিপীলিকা-দন্তাঘাতে, বেষ্টিয়া যাহারে
শুশ্রূষা করিত শত পরিচারিকায় ;
আজি সে যে নিদারুণ লোহার প্রহারে,
মূর্চ্ছাপন্ন একাকিনী ইষ্টক-শয্যায় ;
রাজরাণী পড়ে হায়! ভিখারিণী মত,
সোণার কমল আহা! এইরূপে ক্ষত!

২৮

যায় নাই প্রাণ,—প্রাণ যাইবে বা কেন?
এত স্বল্পস্থায়ি নহে দুঃখের জীবন,
দুঃখীর মরণ হলে স্বল্পে সিদ্ধ হেন,
ধরার অর্দ্ধেক দুঃখ হইত স্বপন;
যায় নাই প্রাণ,—বামা কিছুক্ষণ পরে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি জাগিল আবার;
লৌহাঘাত, রক্তপাত, ধরার উপরে—
নাহি কিছু জ্ঞান;—কিসে প্রাণেশে উদ্ধার
করিবে ভাবিছে মনে; কিসে একবার
লইবে হৃদয়ে সেই প্রেম-পারাপার।

২৯

"হে বিধাতঃ!" শোকে সতী নিবিড় আঁধারে
বলিতে লাগিল ধীরে করি যোড় কর;
চাহি ঊর্দ্ধপানে, ভাসি নয়ন-আসারে,
অশ্রু সহ রক্তবিন্দু ঝরে দরদর;—
"হে বিধাতঃ! দুখিনীরে এবে দয়া কর,
আর এ যাতনা নাহি সহে নারীপ্রাণ,
জানি আমি পতি মম নৃশংস পামর,

হৃদয় পাষাণ তাঁর; কিন্তু সে পাষাণ
দুঃখিনীরে বাসে ভাল; দুঃখিনী তেমন
করিয়াছে সে পাষাণে আত্ম সমর্পণ।"

৩০

"কহ কোন মন্ত্র, বিধি, দুঃখিনীর কাণে
যার বলে ওই রুদ্ধ কপাট-অর্গল,
খুলিবে পরশে মম; যেমতি বিমানে
খোলে পরশনে, উষা-কর সুকমল
ধীরে পূর্ব্বাসার দ্বার নীরবে প্রভাতে;
অথবা যে বিধি হায়! নিষ্ঠুর এমন,
দিয়া রাজ্য সিংহাসন বিপক্ষের হাতে,
বঙ্গেশ্বরে কারাগারে করিল প্রেরণ;
নরহন্তা-হস্তে,——মরি বুক ফেটে যায়,
সে বিধির কাছে কাঁদি কি হইবে হায়!"

৩১

"সতী নারী আমি, মম পতিগত প্রাণ,
অবশ্য খুলিবে দ্বার মম পরশনে;
প্রকৃত-প্রণয়-পথে হয় তিরোধান
পর্ব্বত, সমুদ্র, বন; তাহার তুলনে

তুচ্ছ ওই ক্ষুদ্র দ্বার”—বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বারে সুকুমার করে,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ ঘনবিহঙ্গিনী,
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে লোহার পিঞ্জরে;
রমণীর কর রক্তে দ্বার কলঙ্কিল,
রমণীর কত অশ্রু কপাটে ঝরিল।

৩২

রে পাপিষ্ঠ নরাধম নৃশংস মিরণ!
হরি রাজ্য সিংহাসন ওরে দুরাচার,
তোর পাপতৃষা কিরে হলোনা পূরণ?
রমণীর প্রতি শেষে এই অত্যাচার!
বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ এই কারাগারে,
লইব পাতিয়া বুকে উলঙ্গ কৃপাণ,
তথাপি এ রমণীর প্রেমপারাবার,
বিন্দুমাত্র বারি তোরে করিবেনা দান;
যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী-প্রণয়,
অনলে সে চাহে জল, পাষাণে হৃদয়।”

৩৩

লৌহের কপাট, দৃঢ় লৌহের অর্গল,—
খুলিল না রমণীর করুণ রোদনে;

খুলিল না রমণীর করুণ রোদনে;
দ্রবিল না দুঃখিনীর ঝরি অশ্রুজল;
বৃথা শ্রমে বিষাদিনী অবসন্ন মনে
বসিল ভূতলে; আহা! শিথিল শরীর
আশ্রয়বিহীন চারুলতার মতন,
পড়িল ভূতলে ক্রমে হইয়া অধীর;
নেত্রপথে শোকস্রোত করি উন্মোচন,
যুড়াতে হৃদয় হলো সঙ্গীতে মগন।

৩৪

গীত।

আর এ যন্ত্রণা মম প্রাণে সহেনা
বিধাতার মনে ছিল এত বিড়ম্বনা;
ছিলেম রাজরাণী,
হলেম ভিখারিণী,
কারাগারে মরে শেষে দুঃখিনী ললনা;
গেল সিংহাসন,
গেল পতি ধন,
দুঃখের জীবন কেন তবু যায় না;

হৃদয়-মৃণালে
প্রাণেশ-কমল
তাহারে হরিলে কিসে বাঁচে পতিপ্রাণা ;
তুচ্ছ সিংহাসন,
তুচ্ছ রাজ্য ধন,
কেবল প্রাণেশ মম হৃদয়-বাসনা।

৩৫

নীরব অবনী ; নিশি দ্বিতীয় প্রহর ;
নীরব নিদ্রিত পুরী ; আমোদ তুফান,
বিলোড়ন করি পুরী—এবে স্থিরতর ;
হয়েছে নগর যেন অবসন্নপ্রাণ ;
প্রহরীর পদশব্দ, ঝিল্লির ঝঙ্কার ;
পবনে শঙ্কিত দূর সারমেয়-রব ;
কেবল মধুর স্বনে সমীরসঞ্চার
কারা-বাতায়নে ; আর সকলি নীরব ;
বৃথা এ নিশীথে নারী-স্বর মুগ্ধকরী,
নির্জ্জন কাননে যেন কাকলী-লহরী।

৩৬

কারাগার-কক্ষান্তরে গভীর নিশীথে,
কেও দাঁড়াইয়া ওই অবনত মুখে ?

বাতায়ন-কাষ্ঠে বক্ষ, নেত্র পৃথিবীতে,
শ্মশ্রু বেয়ে অশ্রুধারা পড়িতেছে বুকে ?
কেবল অভাগা হায় একতান মন,
শুনিয়াছে রমণীর বিষাদ-সঙ্গীত ;
করিয়াছে প্রতিপদে অশ্রু বরিষণ ;
প্রতিতানে চিত্ত তার হয়েছে দ্রবিত ,
যেন পদে পদে ক্রমে আয়ু হয় ক্ষয়,
শেষ তানে জীবনের হইয়াছে লয়।

৩৭

প্রস্তর পুতুল যেন গবাক্ষে স্থাপিত,
হতভাগা দাঁড়াইয়া রয়েছে এখন ;
অস্পন্দ শরীর, সর্ব্ব ধমনী স্তম্ভিত,
অনিশ্বাস, অপলক, নাসিকা, নয়ন ;
তুমুল ঝটিকা বেগে কিন্তু স্মৃতিপথে,
বহিতেছে জীবনের ঘটনানিচয় ;
সুখের শৈশবকাল, কৈশোর সুরতে,
বঙ্গসিংহাসন, ঘোর অত্যাচারচয়,
প্রজার বিরাগ, পরে পলাশিসমর,
পরাজয়, পলায়ন, ধৃত, কারাঘর,

৩৮

অবশেষে প্রিয়তম-পত্নীকারাবাস ;
একে একে সব মনে হইল উদিত ;
শেষ চিন্তা,—দাবানলে ছুটিল বাতাস ;
চিন্তায় মস্তিষ্ক এবে হইল ঘূর্ণিত।
সহিতে না পারি যেন এই গুরু ভার,
ভূতলে পতিত হলো শ্লথ কলেবর ;
কমলিনীদলনিভ শয্যায় যাহার
সতত শয়ন, তার শয্যা কি প্রস্তর !
অবিচ্ছিন্ন চিন্তারাশি নয়নে তাহার,
ঘোরতর কুঝটিকা করিল সঞ্চার।

৩৯

কুঝটিকা ব্যাপ্ত সেই তমিস্র ভিতরে,
নিরখিল হতভাগা মানস-নয়নে ;
ভীষণ উন্মত্ত নীল বহ্নির সাগরে ;
প্রচণ্ড তরঙ্গরাশি ভীম আবর্ত্তনে
গর্জ্জিছে জীমূতনাদে ; নাহি বেলা সীমা ;
ছুটিছে অনল-উর্ম্মি দিগন্ত ব্যাপিয়া ;
অতি ভয়ঙ্কর সেই অনল-নীলিমা।
সে নীল তরল বহ্নিসাগরে ভাসিয়া,

অসংখ্য মানববৃন্দ, দগ্ধ কলেবর,
অনন্ত কালের তরে দহে নিরন্তর।

৪০

এই দগ্ধ দেহ হতে তরঙ্গ-প্রহারে,
অস্থি হতে মাংসরাশি ফেলিছে খুলিয়া,
উলঙ্গ করঙ্কে পুনঃ প্রচণ্ড হুঙ্কারে
দিতেছে স্খলিত মাংস সংলগ্ন করিয়া;
অনুভব-অতিক্রম দারুণ পীড়ায়,
করিতেছে দগ্ধ দেহ ভীষণ চীৎকার।
এই দৃশ্যে, হাহাকারে, অনল-শিখায়,
কেশ-রাশিতেও কম্প হলো অভাগার;
অকস্মাৎ হতভাগা দেখিল তখন,
এ অনলপারাবারে হয়েছে পতন।

৪১

চিন্তামাত্র অভাগার করঙ্ক ভিতরে
সংখ্যাতীত কীট যেন হলো সঞ্চালিত;
হুঙ্কারিয়া চতুর্দ্দিক নীল বৈশ্বানরে,
অভাগারে একেবারে করিল গ্রাসিত;
সাঁতারিতে চাহে কিন্তু দগ্ধ দুই করে
শিলাবৎ অবশতা হয়েছে সঞ্চার,—

যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা।—কম্পিত অন্তরে
উঠিল অভাগা মনে করিয়া চীৎকার।
কক্ষে আলো,—অসি করে সম্মুখে শমন—
চীৎকার করিয়া ভূমে হইল পতন!

৪২

এই কি সিরাজদ্দৌলা? এই সে নবাব,
যার নামে বঙ্গবাসী কাঁপে থর থর?
যার এই বঙ্গে ছিল প্রচণ্ড প্রভাব,
সেই কি পতিত আজি ধরার উপর?
কোথায় সে সিংহাসন? পারিষদ্‌গণ?
কোথায় সিরাজ তব মহিষীমণ্ডল?
কোথায় সে রাজদণ্ড? খচিত ভূষণ?
কেন আজি অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল?
এ যে মহম্মদি বেগ, তব অনুচর,
তুমি কেন পড়ে তার চরণ উপর?

৪৩

দুই দিন আগে এই দুর্দ্দান্ত সিরাজ,
চাহিত না মুখ তুলি যেই অনুচরে;
আজি সে নবাব আহা! বিধির কি কায!
কাঁদিছে চরণে তার জীবনের তরে;

শত শত নর পড়ি যাহার চরণে
কাঁদিত, অদৃষ্ট আহা কে দেখে কখন ?
সে মাগিছে ক্ষমা ; যাহা এ পাপ জীবনে
জানে নাই, শিখে নাই, ভ্রমে বিতরণ
করে নাই,—কি আশ্চর্য্য বিধির বিধান,
যাহার যেমত দান, তথা প্রতিদান।

৪৪

রে পাপিষ্ঠ, দুরাচার, নিষ্ঠুর দুর্জ্জন !
পায়ে পড়, ক্ষমা চাহ, সকলি বিফল ;
কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ বপন,
ফলিবে তেমন তরু অনুরূপ ফল ;
আজন্ম ইন্দ্রিয়-সুখ-পাপের মায়ায়,
কিপাপে না বঙ্গভূমি করেছ দূষিত ?
নরনারী-রক্তস্রোতে, ভুলেছ কি হায় !
কি পাপ কামনা নাহি করেছ পূরিত ?
ভাবিতে পরের ভাগ্য-বিধাতা তোমায়,
নিজ ভাগ্যে এই ছিল জানিতেনা হায় !

৪৫

রে নির্দ্দয় অনুচর ! কৃতঘ্ন হৃদয়,
কি কার্যে উদ্যত আজি নাহি কিরে জ্ঞান ?

কেমনে রে দুরাচার! কেমন নির্ভয়ে,
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ?
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আপনার পাপে,
ডুবিতেছে যেই পাপী কি কায তাহারে
বধিয়া আবার? আহা! নিজ অনুতাপে
জ্বলিতেছে যেই জন, অকারণ তারে
কি ফল বলনা প্রাণে করিয়া সংহার?
মরার উপরে কেন খাড়ার প্রহার?

৪৬

ডুবিবে, ডুবিছে, পাপী আপনি আপন;
শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কায তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্টের উপর?
সৌভাগ্য-আকাশ-চ্যুত অভাগা যবন,
ভূতলে পতিত এবে নক্ষত্রের প্রায়;
কি হইবে অভাগারে বধিলে পরাণে,
থাক্ হত গৌরবের পতাকার ন্যায়,
হারাইয়া ধন, মান, রাজ্য, সিংহাসন,
কারাগারে হতভাগা কাটুক জীবন।

৪৭

গভীর নিশীথ ; নৈশ প্রকৃতি গভীর ;
স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্ব চরাচর ;
কৃষ্ণপক্ষ রজনীর বরণ তিমির,
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে আরো গাঢ়তর ;
মাতঃ বসুন্ধরে ! হেন নিবিড় নিশীথে,
হিংস্র জন্তুরাও বনে বিবরে নিদ্রিত,
হায় এসময়ে কেন ধরা কলঙ্কিতে,
মানবের পাপলিপ্সা হয় উত্তেজিত ?
বসুমতি ! বঙ্গভূমি ! যাও রসাতল,
লইও না এই পাপ পাতি বক্ষঃস্থল।

৪৮

কি করিস্ ! কি করিস্ ! ওরে অনুচর !
তুলিস্ না তীক্ষ্ণ অসি, ওরে নৃশংস !
ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্, অনুরোধ ধর,
এই পাপে যবনের ঘটিবে নিরয়।
উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে ; নামিল যখন
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্তস্রোতের মতন ;

সেই শোণিতের স্রোতে, হইল তখন
বঙ্গ-স্বাধীনতা-শেষ-আশা বিসর্জ্জন।

সম্পূর্ণম্।

শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট।

ক—১ম সর্গ ২৫ শ্লোক—

১৮৬৯ ইংরাজির কোন এক সংখ্যক অমৃতবাজার পত্রিকাতে "সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব গেল কেন?" শীর্ষক যে একটী প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা হইতে এই ঘটনানিচয় গ্রহণ হইল।

খ—২য় সর্গ ২৭ শ্লোক—

মান্দ্রাজে এক দুরন্ত সৈনিক কে—ক্লাইব 'ডুয়েল ; যুদ্ধে হত করেন ; এই ঘটনা মেকলিতে সবিস্তারিত বর্ণিত আছে।

গ—৫ম সর্গ তৃতীয় শ্লোক—

আমি কোন একজন বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে সিরাজ-দ্দৌল্লা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে মঙ্গির দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এযুদ্ধের প্রাক্‌কালে তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনু-মতি ও প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু মহারাজ ইষ্টদেবতার পূজা সাঙ্গ করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে অবকাশ লইয়া এত দীর্ঘ পূজা আরম্ভ করেন যে এই যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং ক্লাই-বের দূত যাইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। তদবস্থিত মহারাজের একখানি চিত্রপট অদ্যাপি কৃষ্ণনগর—রাজভবনে আছে বলিয়া বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন।

ঘ—৫সর্গ ১৬ শ্লোক—

যশহর অবস্থিতি কালে কোন একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম মিরজাফর সিংহাসন আরোহণ করিলে তৎপুত্র পাপিষ্ঠ মিরণ দ্বেষপরবশ হইয়া সিরাজদ্দৌলার উপপত্নীবৃন্দকে একটী তরণীসহ ভাগিরথীগর্ভে মগ্ন করে। হতভাগিনীগণ নিমর্জ্জিত হইবার সময়ে মিরণকে তিনটী অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল;—প্রথমটী, মিরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে; দ্বিতীয়টী, মিরজাফর অচিরে সিংহাসনচ্যুত হইবে; তৃতীয়টী আমার স্মরণ হইতেছেনা। এই গল্পটী সত্য কি মিথ্যা তাহা রচয়িতা বলিতে পারেন্ না, তাহা কাব্যলেখকের জানিবারও আবশ্যক করেনা; কারণ তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক।

—০০০—